গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড
www.bkkb.gov.bd

বিষয়: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১৮ জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৩তম সভা ১৮ জানুয়ারি, ২০১৬খ্রি. তারিখ বেলা ৩.০০ টায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী এর সভাপতিত্বে তাঁর সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্য সূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য সচিবকে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কার্যপত্র ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

০১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের গত ২৭ জুলাই, ২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২২তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের গত ২৭ জুলাই, ২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ২২তম সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/ মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (confirm) করা হয়।

০২। বিগত ২৭/০৭/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ২২তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

২.১। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা ভবন নির্মাণ।

মহাপরিচালক জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩০তলা বাণিজ্যিক ভবন (কল্যাণ ভবন) নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে ১৩/০৯/২০১৫ খ্রি. তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পটি নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। তবে পিইসি সভায় ভবনটি স্থাপত্য, কারিগরি ও প্রকৌশলগত দিক থেকে উন্নত ও স্মার্ট/পরিবেশ সম্মতভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রণীত নকশা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যক্তিখাত-কে অন্তর্ভুক্ত করে পুনঃপর্যালোচনা করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। সে আলোকে দেশের খ্যাতনামা স্থপতিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি তাদের ১১/১১/২০১৫খ্রি. তারিখের সভায় নির্মিতব্য ভবনটি একশ বছর পর্যন্ত সেবা প্রদানের উপযোগী এবং স্মার্ট/পরিবেশ বান্ধবরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান করে। উক্ত সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপত্য অধিদপ্তর জানুয়ারি, ২০১৬ মাসের মধ্যে ভবনের পুনর্গঠিত নকশা প্রস্তুত করে উপস্থাপন করবেন।

মহাপরিচালক আরো জানান যে, যাত্রাবাড়ি মৌজার ১.৪৩ একর জায়গায় এবং মিরপুর-৬ এ অবস্থিত গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাঠের কারখানার অব্যবহৃত চত্তরে স্থায়ীভাবে বোর্ডের গ্যারেজ নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ১০/০৮/২০১৫খ্রি. তারিখে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়য়ের সচিব বরাবরে ডিও পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রের বিষয়ে এখনও কোন জবাব পাওয়া যায়নি। তবে এ বিষয়ে গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, (ক) যাত্রাবাড়ি মৌজার ১.৪৩ একর জায়গাটি রহিম ষ্টিল গং মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং ৪৩১০/২০১২ দায়ের করেছে। বর্তমানে রিট মামলাটি আদালতে বিচারাধীন আছে। (খ) মিরপুর-৬ এ অবস্থিত গণপূর্ত

অধিদপ্তরের কাঠের কারখানার অব্যবহৃত স্থানে সরকারি কর্মচারীদের জন্য ফ্ল্যাট নির্মাণ করার প্রক্রিয়া চলছে। কাজেই এ দুটি স্থানে স্টাফবাস রাখার বিষয়টি বিবেচনা করা যাচ্ছে না।

মহাপরিচালক আরো উল্লেখ করেন যে, স্থায়ীভাবে গ্যারেজ নির্মাণ না করা পর্যন্ত স্টাফবাসগুলো পূর্ত ভবন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কমিশনার ভবন, এজি অফিস, পরিসংখ্যান ভবনসহ বিভিন্ন সরকারি অফিস চত্বর ও সরকারি স্টাফ কোয়ার্টারের খালি জায়গায় সাময়িকভাবে রাখা যেতে পারে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। আশা করা যায় প্রায় ৫০% গাড়ী রাখার ব্যবস্থা এভাবে করা যাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ সংস্থাকে পত্র দেয়ার বিষয়ে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।

মহাপরিচালক এ প্রসঙ্গে আরো জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের শেরেবাংলানগর কমিউনিটি সেন্টারটি র‍্যাব-২ এর নিকট ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ভাড়া দেয়া আছে, উক্ত কমিউনিটি সেন্টারের ভাড়া আর নবায়ন না করে উক্ত স্থানে অবশিষ্ট ৩৫-৪০ টি গাড়ী রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে সকলে একমত প্রকাশ করেন যে, র‍্যাব-২ কে উক্ত সেন্টারটির ভাড়া নবায়ন না করার বিষয়টি এখনই পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে দিতে হবে।

সিদ্ধান্ত: (১) প্রস্তাবিত কল্যাণ ভনের পুনর্বিন্যাস্ত নকশার জন্য স্থাপত্য অধিদপ্তরে তাগাদা দিয়ে তা দ্রুত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;

(২) স্থায়ীভাবে গ্যারেজ নির্মাণ না করা পর্যন্ত স্টাফবাসগুলো অস্থায়ীভাবে রাখার জন্য আলোচনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থায় পত্র যোগাযোগ করতে হবে;

(৩) শেরেবাংলানগর কমিউনিটি সেন্টারটি র‍্যাব-২ এর নিকট ভাড়া আর নবায়ন না করার বিষয়ে পত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দিতে দিতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) এবং পরিচালক (কর্মসূচি ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.২। <u>বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।</u>

মহাপরিচালক সভায় অবহিত কারেন যে, গত বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি ১৮/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে খুলনা, পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) ২৪/১০/২০১৫ খ্রি. তারিখে চট্টগ্রাম এবং পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা) ১৭/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টার এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে গত বোর্ড সভায় গঠিত কমিটির সদস্য/সদস্য কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে চট্টগ্রাম ও খুলনার কমিউনিটি সেন্টার সংস্কার ও মেরামত করা লাভজনক হবে না মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। বিদ্যমান জরাজীর্ণ কমিউনিটি সেন্টার দুটি ভেঙ্গে ফেলে তার জায়গায় ২ থেকে ৩টি বেজমেন্টসহ গাড়ী পার্কিং এবং প্রথম ৮ থেকে ১০ তলা পর্যন্ত বিভাগীয় কার্যালয়, জিমনেসিয়াম, বাণিজ্যিক/কর্মাশিয়াল অফিস, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি ব্যবস্থা রেখে অবশিষ্ট ফ্লোরগুলিতে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ডরমেটরি/কর্মকর্তাগণের জন্য স্টুডিও এপার্টমেন্টসহ বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা লাভজনক হবে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন যে, স্থাপত্য অধিদপ্তরকে দিয়ে চট্টগ্রাম ও খুলনায় উল্লিখিত সুবিধাদিসহ বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য স্থান দু'টি পরিদর্শন করিয়ে আগামী ২ মাসের মধ্যে নকশা তৈরীর কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

মহাপরিচালক এ পর্যায়ে জানান যে, রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার ও মেরামত করা হলে আয়বর্ধক উৎসে পরিণত করা যাবে বলে আশা করা যায়। সে অনুযায়ী কমিউনিটি সেন্টারটির সংস্কার/ মেরামতের জন্য ২,০১,০৬,৪৬০/- (দুই কোটি এক লাখ ছয় হাজার চারশত ষাট) টাকার প্রাক্কলন অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: (১) চট্টগ্রাম ও খুলনার কমিউনিটি সেন্টার দুটি ভেঙ্গে ফেলে তার জায়গায় দুই থেকে তিনটি বেজমেন্টসহ গাড়ী পার্কিং এবং প্রথম আট তলা থেকে দশ তলা পর্যন্ত বিভাগীয় কার্যালয়, জিমনেসিয়াম, বাণিজ্যিক ও কর্মাসিয়াল অফিস, কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি ব্যবস্থা রেখে অবশিষ্ট ফ্লোরগুলিতে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ডরমেটরি/কর্মকর্তাগণের জন্য স্টুডিও এপার্টমেন্টসহ বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে দিয়ে আগামী ২ মাসের মধ্যে নকশা তৈরী করাতে হবে।

(২) রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টার কাম মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার/মেরামতের জন্য ২,০১,০৬,৪৬০/- (দুই কোটি এক লাখ ছয় হাজার চারশত ষাট) টাকার প্রাক্কলন অনুমোদন দেয়া হয়। সংস্কার/মেরামতের কাজ দ্রুত শুরু করতে হবে।

বাস্তবায়নে:(১) স্থাপত্য অধিদপ্তর।

(২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা।

(৩) পরিচালক(কর্মসূচি ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

(৪) উপপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা।

২.৩। <u>সোনালী ব্যাংক ও বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের কল্যাণ ভাতার কার্ডভিত্তিক হিসাব রিকনসাইল করে সমন্বয়।</u>

এ বিষয়ে মহাপরিচালক জানান যে, ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ৬,০০০ টি কল্যাণ ভাতার কার্ডের হিসাববিবরণী প্রস্তুত করে সোনালী ব্যাংকের রমনা কর্পোরেট শাখায় প্রেরণ করা হয়। উক্ত কার্ডের মধ্যে সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখা ৩,০০০ টি কার্ডের হিসাববিবরণী ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে প্রেরণ করেছে, উক্ত হিসাববিবরণীর সাথে বিভাগীয় কার্যালয়ের হিসাববিবরণী মিলিয়ে দেখা হচ্ছে এবং অচিরেই রিকনসাইল চূড়ান্ত করা সম্ভব হবে বলে উপপরিচালক, ঢাকা জানিয়েছেন।

মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় থেকে ৩,৭০০ টি কার্ডের হিসাববিবরণী প্রস্তুত করে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখায় প্রেরণ করা হয়। সোনালী ব্যাংক ২,৮৬৩ টি কার্ডের হিসাববিবরণী রিকনসাইল সম্পন্ন করেছে। রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় থেকে ৫,৪০৩ টি কার্ডের হিসাববিবরণী প্রস্তুত করে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। সোনালী ব্যাংক, রাজশাহী কর্পোরেট শাখা এখনও তাদের হিসাববিবরণী রিকনসাইল করেনি। হিসাববিরণী সম্পন্ন করতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে বলে উপপরিচালক, রাজশাহী জানিয়েছেন। খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় থেকে ২,৫০৮ টি কার্ডের হিসাববিবরণী প্রস্তুত করে সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সোনালী ব্যাংক, খুলনা কর্পোরেট শাখা তার নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাংকের শাখাসমূহ থেকে ১,৯৫৪ টি কার্ডের হিসাববিবরণী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করেছে। অবশিষ্ট ৫৫৪ টি কার্ডের হিসাব সংগ্রহের চেষ্টা চলছে বলে বিভাগীয় উপপরিচালক, খুলনা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের ২০০৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত কল্যাণ ভাতার কার্ডভিত্তিক মঞ্জুরিকৃত অর্থের চূড়ান্ত হিসাববিবরণী প্রস্তুত করে সোনালী ব্যাংক, রমনা কর্পোরেট শাখায় ১৯/০৮/২০১৪খ্রি. তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে বলে মহাপরিচালক উল্লেখ করেন। পরে ১২/০১/২০১৪খ্রি. ও ১৪/০৭/২০১৫খ্রি. তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ১২/০১/২০১৫ খ্রি. সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও সিইও বরাবরে এ বিষয়ে পত্র দেয়া হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি সোনালী ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধিত টাকার সমন্বিত হিসাববিবরণী প্রদান করা হয়নি। এ বিষয়ে সভায় উপস্থিত সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি জানান যে, তিনি রিকনসাইলের বিষয়টি দেখে থাকেন; বোর্ডের নিকট সোনালী ব্যাংকের পাওনা টাকার ব্যাপারে হিসাববিবরণীতে

কিছু গরমিল আছে। সোনালী ব্যাংক কর্তৃক কল্যাণ ভাতা পরিশোধে হিসাবের গরমিলে বোর্ডের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি এ বিষয়ে বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ব্যাংকে প্রেরণ করে হিসাববিবরণী যাচাই করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত: (১) বিভাগীয় কার্যালয়ের উপপরিচালকগণ সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্পোরেট শাখার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে ২০০৬ সন থেকে ২০১২ পর্যন্ত হিসাব রিকনসাইল দ্রুত সম্পন্ন করবেন; এবং

(২) ২০০৬ সন থেকে ২০১২ পর্যন্ত প্রধান কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কল্যাণ ভাতার হিসাববিবরণী ব্যাংকের সাথে রিকনসাইলের কাজ সম্পন্ন করার জন্য (১) উপপরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), (২) হিসাবরক্ষণ অফিসার (কল্যাণ), (৩) সহকারী হিসাবরক্ষণ অফিসার (কল্যাণ) এর সমন্বয়ে গঠিত একটি টীম সোনালী ব্যাংকের ডিএমডির সাথে সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ করে দ্রুত রিকনসাইল সম্পন্ন করবেন।

বাস্তবায়নে: পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বিভাগীয় উপপরিচালক(সকল)।

২.৪। মতিঝিলস্থ মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের মিলনায়তনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র স্থাপন এবং সংস্কার কাজ প্রসংগে।

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারের সংস্কারের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত পূর্ত কাজে ৯৮,০০,০০০.০০ (আটা নব্বই লক্ষ) টাকা এবং বৈদ্যুতিক কাজে ৬২,০০,০০০.০০(বাষট্টি লক্ষ) টাকাসহ মোট ১,৬০,০০,০০০.০০(এক কোটি ষাট লক্ষ) টাকার একটি প্রাক্কলন গত বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর পরবর্তীকালে পূর্ত কাজে ৯৯,০১,৭৭৬/- টাকা এবং বৈদ্যুতিক কাজে (ক) এসি সরবরাহ ও স্থাপন এবং বর্ধিত নতুন কক্ষে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক মেরামত কাজে ৪৪,৫৯,৮৪৬/- টাকা, (খ) একটি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজে ৩৯,৭৪,৬৯৯/- টাকা এবং (গ) একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজে ২৯,৫৮,৯১০/- টাকাসহ মোট ১,১৩,৯৩,৪৫৫/- টাকার একটি সংশোধিত প্রাক্কলন দাখিল করে। উক্ত প্রাক্কলন অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

বৈদ্যুতিক কাজে ৫১,৯৩,৪৫৫.০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সভাপতি জানতে চাইলে পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) জানান যে, কমিউনিটি সেন্টারে এসি স্থাপন করা হলে অতিরিক্ত লোড ধারণের জন্য একটি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র এবং লোডসেডিং এর সময় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় এ অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে। সভায় এ বিষয়ে বর্ধিত প্রাক্কলন বিষয়ে আলোচনান্তে প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদন করা যেতে পারে বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত: মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের সংস্কার ও আধুনিকীকরণের জন্য পূর্ত কাজে ৯৯,০১,৭৭৬/- টাকা এবং বৈদ্যুতিক কাজে ১,১৩,৯৩,৪৫৫/- টাকাসহ সর্বমোট ২,১২,৯৫,২৩১/- টাকার সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন দেয়া হয়।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।

২.৫। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কবরস্থানের জন্য অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা মোতাবেক বন্দোবস্ত গ্রহণ।

মহাপরিচালক জানান যে, কবরস্থানের জন্য জমি বরাদ্দের বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বরাবরে ১২/০৭/২০১৫খ্রি. তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। পুনরায় ০৬/০১/২০১৬খ্রি. তারিখে নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলায় কবরস্থান নির্মাণ বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ জরুরীভিত্তিতে জানানোর জন্য বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা এবং জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ-কে বিশেষভাবে অনুরোধ করে পত্র দেয়া হয়। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জেলাপ্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ পত্র মারফৎ জানিয়েছেন যে,

শীতলক্ষা নদীর তীরবর্তী ইতঃপূর্বেকার প্রস্তাবিত স্থানে ওয়াকওয়ে নির্মিত হওয়ায় কবরস্থানের জন্য আর জমি বরাদ্দ দেয়া সম্ভব নয়। মানিকগঞ্জ জেলা থেকে এ বিষয়ে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত: সরকারি কর্মচারীগণের জন্য কবরস্থান নির্মাণের লক্ষ্যে ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের জেলাপ্রশাসকগণের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। উপযুক্ত জায়গা পাওয়া গেলে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা।

২.৬। **সরকারি কর্মচারীদের আবাসনের জন্য সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ৩০% প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ সংরক্ষণ সংক্রান্ত।**

রাজউক, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, সিডিএসহ অন্যান্য বিভাগীয় উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পে সরকারি কর্মচারীদের আবাসনের জন্য সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে ৩০% প্লট/ফ্ল্যাট বরাদ্দ সংরক্ষিত রাখার জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১৪/০৭/২০১৫ খ্রি. তারিখে একটি পত্র দেয়া হয়। জেলা পর্যায়ে খাস/ পরিত্যক্ত জমি বরাদ্দ নিয়ে সরকারি কর্মচারীদের জন্য আবাসন প্রকল্প/ ফ্ল্যাট নির্মাণ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট থেকে কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।

সিদ্ধান্ত: জেলা পর্যায়ে খাস/ পরিত্যক্ত/ অধিগৃহীত অথচ অব্যবহৃত জমির সন্ধান পাওয়া গেলে বন্দোবস্ত গ্রহণের মাধ্যমে সেখানে সরকারি কর্মচারীদের জন্য আবাসন প্রকল্প/ ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ উদ্যোগ গ্রহণ করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা পেশ করবেন। সুনিদিষ্ট প্রস্তাবনা পাওয়া গেলে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

২.৭। **কল্যাণ তহবিলের মাসিক চাঁদা, যৌথবীমার প্রিমিয়াম, মাসিক কল্যাণভাতার পরিমাণ, চিকিৎসা ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য মঞ্জুরি এবং জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য মঞ্জুরির পরিমাণ বৃদ্ধি।**

মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, কল্যাণ তহবিলের মাসিক চাঁদা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধিকরণের বিষয়ে গত বোর্ড সভায় গঠিত উপকমিটি সরকারি ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভুক্ত ১৯টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিলের চাঁদার পরিমাণ ৫০/- টাকার স্থলে ১০০/- টাকা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম ৪০/- টাকার স্থলে ৮০/- টাকা এবং মাসিক কল্যাণ ভাতার পরিমাণ, চিকিৎসা ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সাহায্য মঞ্জুরি এবং জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য মঞ্জুরির পরিমাণ ৭০% বৃদ্ধির সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন দাখিল করেছে। উপকমিটি তাদের উক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নার্থে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর প্রয়োজনীয় অংশ সংশোধনের একটি খসড়াও প্রতিবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করে দাখিল করেছে। কমিটির সুপারিশ সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক ১৪/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত প্রতিবেদন ১৭/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত সুপারিশের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করার জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে**(সংলাগ-খ)**।

এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (স ও ক) সভায় জানান যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৮ বিধিটি ইতোমধ্যে ১০/০৯/২০১৫খ্রি. তারিখে সংশোধিত হয়েছে। কাজেই উক্ত বিধি ব্যতিরেকে প্রস্তাবিত অন্যান্য বিধি ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ এর

সংশোধনীর প্রস্তাব অনুমোদন করা সমীচীন হবে। সভায় এ বিষয়ে আলোচনান্তে সরকারি কর্মচারীগণের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা এবং যৌথবীমা প্রিমিয়াম বৃদ্ধির বিষয়টি যৌক্তিক মর্মে অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত: (১) কল্যাণ তহবিলের মাসিক চাঁদা, যৌথবীমার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি এবং কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ সংক্রান্ত উপকমিটির সুপারিশ ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(২) কল্যাণ তহবিলের চাঁদার পরিমাণ ৫০/- টাকার স্থলে ১০০/- টাকা এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম ৪০/- টাকার স্থলে ৮০/- টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে একটি সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে।

(৩) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ (বিধি ১৮ ব্যাতিরেকে) **এর প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিষয়ে নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।**

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও যুগ্মসচিব (স ও ক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

২.৮। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনপত্রসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কমিটিসমূহ পুনর্গঠন ও কমিটির কার্যপদ্ধতি অনুমোদন।

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, কর্মকর্তাগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগে দিশে-বিদেশ চিকিৎসার জন্য সাহায্য মঞ্জুরি প্রদানের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বাছাই কমিটি ও ব্যবস্থাপনা কমিটির খসড়া কার্যপদ্ধতি নীতিগতভাবে অনুমোদন প্রদান করা হয়। খসড়া কার্যপদ্ধতিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ০৫/০৮/২০১৫খ্রি. তারিখের ০৫.৮১.০০০০.০০১. ০১.০০৫.০৬ (খণ্ড-১) নং স্মারকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আলোচনান্তে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, প্রস্তাবিত বিধি সংশোধন ছাড়া যেহেতু এ কার্যপদ্ধতি বাস্তবায়ন করা যাবে না সেহেতু প্রস্তাবিত সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধনের মাধ্যমে এ কার্যপদ্ধতি কার্যকর হবে।

সিদ্ধান্ত: প্রস্তাবিত বিধি সংশোধনপূর্বক এ কার্যপদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হবে।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও যুগ্মসচিব (স ও ক), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

২.৯। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড এর "তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫" অনুমোদন সংক্রান্ত।

মহাপরিচালক সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ''তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা'' এর সাথে সঙ্গতি রেখে নীতিমালাটি সংক্ষিপ্ত বুকলেট আকারে প্রণয়ন করা হয়েছে। বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, বদলীজনিত কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরিবর্তন হয়ে যায় বিধায় নীতিমালায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার নাম উল্লেখ না করে শুধু পদবী উল্লেখ করা সমীচীন। সভায় সকলে তার এ অভিমত সমর্থন করেন। তার মতামত গ্রহণ করে নীতিমালার সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক নীতিমালাটি অনুমোদনের জন্য মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত: নীতিমালায় সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ব্যবহার না করে শুধু পদবী ব্যবহার করে নীতিমালার সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক নীতিমালাটি অনুমোদন করা হয়।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২.১০। মৎস গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ময়মনসিংহ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-কে বোর্ড এর তালিকাভুক্ত সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির আবেদন।

মহাপরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তালিকাভুক্ত সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনকৃত সংস্থাসমূহকে বোর্ডে অন্তভুক্ত করার বিষয়ে মহাপরিচালক মহোদয় জানান যে, এ যাবত ৩১ টি সংস্থা আবেদন করেছে। সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার কর্মচারীদের মাসিক বেতন হতে নির্ধারিত হারে কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ বার্ষিক আয় প্রায় ৫৪.০০ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে এখাতে প্রায় ৮৪.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। যৌথবীমার প্রিমিয়াম বাবদ বার্ষিক প্রায় ৩৩.০০ কোটি টাকা পাওয়া যায় এবং এ খাতে প্রায় ৫৪.০০ কোটি ব্যয় হয়। কল্যাণ তহিবল ও যৌথবীমা তহবিলের সামগ্রিক ঘাটতি তহবিল দুটির স্থায়ী আমানতের সুদ থেকে মেটানো হচ্ছে। বর্তমানে বোর্ডের আয়ের তুলনায় ব্যয় অনেক বেশী হওয়ায় নতুন করে কোন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হলে ব্যয় আরো অনেক বেড়ে যাবে। যার সংকুলান করা বোর্ডের পক্ষে সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে বোর্ডের বর্তমান জনবল ও আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে কোন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হবে না বলে সকলে একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত: বোর্ডের বর্তমান জনবল ও আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কোন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৩। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট অনুমোদন।

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কর্মচারীগণের বর্ধিত বকেয়া বেতন, নববর্ষভাতা (১৪২৩ ব.), অবসর ও আনুতোষিক প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। নতুন বেতনস্কেলে বেতন নির্ধারণের ফলে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বেতন-ভাতাদি খাতে অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে ১,৮৪,৭৫,০০০ (এক কোটি চুরাশি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা। এর মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট থেকে ১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা সরকারের সাহায্য মঞ্জুরি প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ৩৪,৭৫,০০০(চৌত্রিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে বাজেটের আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে সংস্থান করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সরকারি কর্মচারীগণের দাফন অনুদান ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার পরিবর্তে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা হওয়ায় এ খাতের দাবী মেটানোর জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে আরো ৮০,০০,০০০ (আশি লক্ষ) টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মোট বরাদ্দ ১৮৮,৪৪,২৮,০০০ (একশত আটাশি কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০,৭৪,২৮,০০০(একশত নব্বই কোটি চুয়াত্তর লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা দাঁড়িয়েছে। এ সংশোধিত বরাদ্দের অনুমোদনের জন্য বাজেট উপস্থাপন করা হয়**(সংলাগ-গ)**। এ বিষয়ে অর্থবিভাগের প্রতিনিধি মতামত ব্যক্ত করেন যে, জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫ বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিজনিত কারণে সংশোধিত বাজেটের চাহিদা যৌক্তিক। অর্থবিভাগ থেকে এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এমনিতেই নেয়া হবে উল্লেখ করে তিনি সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করা যায় মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের ১৯০,৭৪,২৮,০০০/- (একশত নব্বই কোটি চুয়াত্তর লাখ আটাশ হাজার) টাকার সংশোধিত বাজেট অনুমোদন করা হয়।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৪। **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় শিক্ষাবৃত্তি ও চিকিৎসা সাহায্যের চেক EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ সংক্রান্ত:**

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় কল্যাণ অনুদান, শিক্ষাবৃত্তি অনুদান, সাধারণ চিকিৎসা অনুদান, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, দাফন ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদান সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর পরিবর্তে জালিয়াতির মাধ্যমে অন্য ব্যক্তি নিয়ে যায় এ জাতীয় অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তা নিরসনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে প্রদেয় শিক্ষাবৃত্তি ও চিকিৎসা সাহায্যের চেক EFT এর মাধ্যমে প্রেরণের বিষয়ে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় এবং রমনা কর্পোরেট শাখার কর্মকর্তা, অর্থবিভাগ, ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ১৭/১১/২০১৫ খ্রি. তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সোনালী ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ EFT কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লেনদেন প্রতি ২০/- টাকা সার্ভিস চার্জ দাবী করেন। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সার্ভিস চার্জ ব্যতিরেকেই EFT এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সোনালী ব্যাংকের ম্যানিজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও বরাবরে ০৭/১২/২০১৫ খ্রি. তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সোনালী ব্যাংকের ম্যানিজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও এর প্রতিনিধির উপস্থিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সোনালী ব্যাংকের ম্যানিজিং ডিরেক্টর এন্ড সিইও-কে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলে সোনালী ব্যাংকের ডিএমডি সভায় উপস্থিত হয়েছেন। সভাপতি তাঁর কাছে এ বিষয়ে সোনালী ব্যাংকের অভিমত জানতে চান। এ বিষয়ে সোনালী ব্যাংকের প্রতিনিধি জানান যে, যে কোন সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণে সোনালী ব্যাংক সদা প্রস্তুত রয়েছে, তবে ব্যাংকের পরিচালনা ব্যয় মেটাতে নামমাত্র কিছু সার্ভিস চার্জ ধার্য করা হলে ব্যাংকের জন্য সহজ হয়। এ বিষয়ে তিনি লেনদেন প্রতি ২০/- টাকা হার সার্ভিস চার্জ ধার্য করার জন্য অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে অর্থবিভাগের প্রতিনিধি ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিধবাভাতা ও বয়স্কভাতার উদাহরণ টেনে উল্লেখ করেন যে, সার্ভিস চার্জ ব্যতিরেকেই কল্যাণ বোর্ডের অনুদানসমূহ সুবিধাভোগীর ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণের উদ্যোগ সোনালী ব্যাংক নিতে পারে। এ পর্যায়ে সোনালী ব্যাংকের প্রতিনিধি জানান যে, সোনালী ব্যাংক থেকে EFT এর মাধ্যমে যে সেবা প্রদান করা হবে তার বরাদ্দ সোনালী ব্যাংকে চলতি হিসাবে রাখা হলে সোনালী ব্যাংক বিনা সার্ভিস চার্জে EFT সেবা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক জানান যে, মাসিক কল্যাণ অনুদান ও সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের অর্থ সোনালী ব্যাংকের দুটি চলতি হিসাবে রাখা হয়, এছাড়া সোনালী ব্যাংকে বোর্ডের ১৩৯ কোটি টাকার এফডিআর আছে, অন্য দুটি STD একাউন্টও পরিচালিত হচ্ছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সকল সদস্য বিনা সার্ভিস চার্জেই কল্যাণ তহবিলের অনুদান EFT এর মাধ্যমে উপকারভোগীর ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি প্রেরণের পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

এ প্রেক্ষিতে সভাপতি বলেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সেবা গ্রহণকারীগণ সরকারি কর্মচারী এবং বোর্ড হতে এদেরকে যে অনুদান প্রদান করা হয় তা খুবই অপ্রতুল। এ অনুদান বাবদ তাদের নিকট থেকে কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করা সমীচীন হবে না। এছাড়া তিনি ব্যাংকের প্রতিনিধির কাজে জানতে চান যে, সোনালী ব্যাংক কোন কোন প্রতিষ্ঠানের কোন ধরনের সেবা গ্রহণকারীদেরকে সার্ভিস চার্জ ব্যতিরেকে EFT প্রদান করেন। সোনালী ব্যাংকের প্রতিনিধি এ বিষয়ে জানান যে, সমাজ সেবা অধিদপ্তরের বয়স্কভাতা ও বিধবাভাতাসহ কতিপয় প্রতিষ্ঠানের কিছু কার্যক্রম সার্ভিস চার্জ ব্যতিরেকে EFT মাধ্যমে প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে যুগ্মসচিব(সওক) বলেন, সরকারি কর্মচারীদের বেতন সার্ভিস চার্জ ব্যাতিত EFT এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। কাজেই ব্যাংক এ বিষয়ে সরকারি কর্মচারীগণের বেতনের মতই কল্যাণ তহবিলের অনুদান সার্ভিস চার্জ ব্যতিরেকে EFT এর মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারে।

সিদ্ধান্ত: (১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে কল্যাণ অনুদান, সাধারণ চিকিৎসা অনুদান EFT এর মাধ্যমে উপকারভোগীর ব্যাংক হিসাব নম্বরে সোনালী ব্যাংক সার্ভিস চার্জ ব্যতিত সরাসরি প্রেরণ করবে। সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড দ্রুত এ বিষয়টি বাস্তবায়ন করবে;

(২) যৌথবীমার অর্থ, শিক্ষাবৃত্তি, সরকারি কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান এবং দাফন অনুদান সেবা গ্রহীতার একাউন্টে সরাসরি প্রেরণের বিষয়ে জনতা ব্যাংকের সাথে জরুরী ভিত্তিতে যোগাযোগ করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

বাস্তবায়ন: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও সোনালী ব্যাংক লিঃ।

০৫। <u>মতিঝিল কমিউনিটি সেন্টারের গ্যাস লাইন সংযোগের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের অনুকুলে প্রদানকৃত অর্থ ফেরত সংক্রান্ত:</u>

মহাপরিচালক সভায় উল্লেখ করেন যে, মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের গ্যাস সংযোগের লক্ষ্যে ২১/০৬/২০১০খ্রি. তারিখে গণপূর্ত বিভাগের চাহিদা মোতাবেক তাদের ৪,৮৪,২৭৩/- (চার লক্ষ চুরাশি হাজার দুইশত তিয়াত্তর) টাকা প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে গণপূর্ত বিভাগের অতিরিক্ত চাহিদা মোতাবেক ১,২০,৭২৭/-(এক লক্ষ বিশ হাজার সাতশত সাতাশ) টাকা গত ০১/১২/২০১৪খ্রি. তারিখে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত কমিউনিটি সেন্টারে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়নি। গত ২০/০৬/২০১১খ্রি. এবং ০৮/০৩/১২খ্রি. তারিখে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জনানো হয়। গত ২৪/০৫/২০১২খ্রি. তারিখে সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বরাবরে একটি অনানুষ্ঠানিক পত্র প্রদান করা হয়। গত ২২/০৭/২০১৩ খ্রি. তারিখে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস কোম্পানী লি., কাওরান বাজার, ঢাকা বরাবরে একটি পত্র দেয়া হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে কোন জনাব না পাওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হয়। জানা যায় যে, গণপূর্ত অধিদপ্তর গ্যাস সংযোগের বিষয়ে তিতাস গ্যাস কোম্পানী লি. এর সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ না করেই টাকার চাহিদা প্রেরণ করেছে এবং আজ পর্যন্ত উক্ত টাকা তিতাস গ্যাস কোম্পানী লি.-কে প্রদান করেনি। বিষয়টি জানার পর ০৮/০৭/২০১৫খ্রি. তারিখে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে একটি পত্র দেয়া হয়। পুনরায় গত ২৬/১১/২০১৫খ্রি. তারিখে আরও একটি তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। সর্বশেষ ০৫/০১/২০১৬ খ্রি. তারিখে নির্বাহী প্রকৌশলী, মতিঝিল বরাবরে পুনরায় একটি তাগিদ পত্র দেয়া হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়নি। গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী সভায় উপস্থিত না থাকায় এ বিষয়ে তার বক্তব্য পাওয়া গেলা না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারে জরুরীভিত্তিতে গ্যাস সংযোগ প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অথবা গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রদানকৃত ৬,০৫,০০০/- টাকা ফেরত প্রদানের জন্য নির্দেশ দিতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে আধাসরকারি পত্র প্রেরণের পক্ষে সকলে একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত: মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-কমিউনিটি সেন্টারে জরুরীভিত্তিতে গ্যাস সংযোগ প্রদান অথবা গণপূর্ত অধিদপ্তরকে প্রদানকৃত ৬,০৫,০০০/- টাকা ফেরত প্রদানের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরকে নির্দেশ দিতে চেয়ারম্যান ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবরে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হবে।

বাস্তবায়নে: পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৬। **স্টাফবাস কর্মসূচির বিভিন্ন শূন্য পদের বিপরীতে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত:**

মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে,বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচির অধীন গাড়িচালকের ২১ টি, বাস হেলপারের ১৪ টি এবং মেকানিক হেলপারের ৭ টি পদে নিয়োগের জন্য ১৩/১০/২০১২ খ্রি. তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। উল্লিখিত ২১+১৪+৭=৪২ টি পদে ২২/০৩/২০১৩ খ্রি. তারিখ পরীক্ষা দিন ধার্য করে প্রবেশপত্র ইস্যু করা হলেও অনিবার্য কারণে তা স্থগিত করে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। উক্ত ৪২টি পদে নিয়োগের জন্য ৩০/০৩/২০১৪খ্রি. তারিখে পুনরায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং ইতঃপূর্বে যারা আবেদন করেছেন তাদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই মর্মে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এরপর ৩য় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ১৭/১২/২০১৪খ্রি. পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যাতে পদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয় যথাক্রমে ২৪+১৬+৭ =৪৭টি। ৩য় বিজ্ঞপ্তিতেও ইতঃপূর্বে যারা আবেদন করেছেন নতুন করে তাদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই মর্মে উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয়বারে তিন ধরনের পদে প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা যথাক্রমে ৬২+১৬৯+৪৮=২৭৯টি এবং তৃতীয় বারে প্রাপ্ত আবেদন সংখ্যা যথাক্রমে ১০৪+২১৪+৬৯=৩৮৭টি। আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই করে বৈধ আবেদনের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়নি। গাড়িচালক, বাসহেলপার, মেকানিক হেলপার পদে শূন্য পদের সংখ্যা ইতোমধ্যে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ২৭+১৭+৭=৫১টি হয়েছে। ৫১টি পদ শূন্য থাকায় স্টাফবাস কর্মসূচি চালু রাখতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। জরুরী ভিত্তিতে শূন্য পদ পূরণ করা আবশ্যক। পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়ার দীর্ঘদিন পরেও জনবল নিয়োগ না করায় সমস্যা আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। এ সমস্যা নিরসনকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হচ্ছে:

(১) বার বার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হলেও নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ না করায় পুরো নিয়োগ কার্যক্রমটি এখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। এ অবস্থায় নিয়োগ কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া সমীচীন হবে কী না;

(২) বিজ্ঞপ্তিতিতে "কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করতে পারে" এ ধরনের কোন শর্ত না থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে কী না; বিশেষ করে ১ম বিজ্ঞপ্তির পর যাদেরকে প্রবেশপত্র প্রদান করা হয়েছিল বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা হলে তাদের আইনের আশ্রয় নেয়ার আশঙ্কা রয়েছে কী না;

(৩) স্টাফবাস কর্মসূচির সকল জনবল অনিয়মিত এবং অস্থায়ী হওয়ায় অর্থবিভাগ কর্তৃক ২০০৮ সালে জারিকৃত আউটসোর্স নীতিমালা স্টাফবাস কর্মসূচির গাড়ীচালক ও অন্যান্য চতুর্থ শ্রেণীর পদে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কী না (উল্লেখ্য, স্টাফবাস কর্মসূচির নিজস্ব নিয়োগ নীতিমালা রয়েছে);

(৪) ২য় ও ৩য় বারের বিজ্ঞপ্তিতে ১ম বার যারা আবেদন করেছেন তাদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই মর্মে উল্লেখ থাকায় অনেক প্রার্থীর নিয়োগের সর্বোচ্চ বয়সসীমা উত্তীর্ণ হওয়ায় তাদেরকে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হবে কী না, ইত্যাদি

এ সব বিষয়ে আলোচনান্তে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করা হলে অর্থবিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, স্টাফবাস কর্মসূচির কর্মচারীদের চাকরি অস্থায়ী ও অনিয়মিত। এ কারণে ২০০৮ সালে অর্থবিভাগ থেকে জারিকৃত আউটসোর্স নীতিমালা অনুযায়ী ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে জনবল নিয়োগ করতে হবে। এ বিষয়ে বিআরটিএ এর মহাপরিচালক বলেন যে, আউটসোর্সের মাধ্যমে নিয়োগকৃত ড্রাইভারগণের জন্য অধিককাল ভাতার বিধান না থাকায় আউটসোর্স এর মাধ্যমে ড্রাইভার সরবরাহে আউটসোর্স প্রতিষ্ঠানসমূহ আগ্রহী হয় না। এ প্রসঙ্গে অর্থবিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, ড্রাইভারগণের জন্য অধিককাল ভাতার বিধান রেখে আউটসোর্স নীতিমালা সংশোধনের একটি প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন

মন্ত্রণালয়ের মতামত পাওয়া গেলে নীতি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক জানান যে, স্টাফবাস কর্মসূচির জনবল নিয়োগের জন্য একটি নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে। তাতে সরাসরি জনবল নিয়োগের বিষয়ে উল্লেখ অছে। এ পর্যায়ে সভাপতি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, অস্থায়ী ও অনিয়মিত পদে আউট সোর্সের মাধ্যমে জনবল নিয়োগের সরকারি সিদ্ধান্ত থাকায় এসব জনবল নিয়োগের জন্য অর্থবিভাগের আউটসোর্স নীতিমালাকেই অনুসরণ করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে স্টাফবাস কর্মসূচির জনবল নিয়োগের জন্য ইতঃপূর্বের কার্যক্রম বাতিল করে সরকারের বর্তমান নীতি অনুযায়ী এসব পদে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদানের বিষয়ে সকলে একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত: (১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের স্টাফবাস কর্মসূচির অস্থায়ী ও অনিয়মিত জনবল অর্থবিভাগের জারিকৃত আউটসোর্স নীতিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী নিয়োগ দান করতে হবে;

(২) স্টাফবাস কর্মসূচির জনবল সরাসরি নিয়োগের জন্য ইতঃপূর্বে গৃহীত সকল কার্যক্রম বাতিল করতে হবে।

বাস্তবায়নে: পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৭। **শিক্ষাবৃত্তির সংশোধিত ফরমের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন:**

৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মরত সরকারি কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে পূর্বের ফরম সহজ ও যুগোপযোগী করে প্রণয়নপূর্বক সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৯ বিধি অনুযায়ী উক্ত ফরম এর ভূতাপেক্ষ অনুমোদন এবং ফরমটি সরকারি গেজেটে প্রকাশ করার লক্ষ্যে অনুমোদন প্রদানের জন্য সভায় পেশ করা হয়(**সংলাগ-ঘ**)। সভায় শিক্ষাবৃত্তির সংশোধিত ফরম ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের জন্য সকলে একমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সরকারি ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীর সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির ফরম সহজ ও যুগোপয়োগী করা এবং তা সরকারি গেজেটে প্রকাশের জন্য ভূতাপক্ষে অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়নে: পরিচালক(কর্মসূচি ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৮। **বোর্ডের ৯ম গ্রেডের (১ম শ্রেণি) কর্মকর্তা পর্যন্ত অর্জিত ছুটি মঞ্জুরির ক্ষেত্রে বোর্ডের মহাপরিচালককে ক্ষমতা প্রদানের ভূতাপেক্ষ অনুমোদন:**

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা, ২০১৩ এর ২৫(৩) প্রবিধি অনুযায়ী আবেদনকারী যে কর্মকর্তার অধীনে কর্মরত আছেন তাঁর সুপারিশক্রমে 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' ছুটি মঞ্জুর করবেন। উক্ত প্রবিধানমালার ২(৩) প্রবিধিতে 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' অর্থ এই প্রবিধানমালার অধীন নির্দিষ্ট কার্য নিষ্পত্তির জন্য 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' হিসেবে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক মনোনীত কোন কর্মকর্তাকে বুঝাবে। ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের অর্জিত ছুটি মঞ্জুরের জন্য মহাপরিচালককে 'উপযুক্ত কর্মকর্তা' হিসেবে ০৭/০৫/২০১৫ খ্রি. তারিখে সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দিয়েছেন। অর্জিত ছুটি মঞ্জুরের ক্ষমতা মহাপরিচালককে প্রদান করার এ বিষয়টি ভূতাপেক্ষ অনুমোদন দেয়ার ব্যাপারে সকলে একমত হন।

সিদ্ধান্ত: বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ব্যতিত অর্জিত ছুটি মঞ্জুরি প্রদানের জন্য মহাপরিচালককে 'উপযুক্ত কর্মকর্তা' হিসেবে ভূতাপেক্ষ মনোনয়ন প্রদান করা হয়।

বাস্তবায়নে: মহপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

০৯। বিবিধ:

(১) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের উদ্যোগে Service Process Simplification(SPS) অর্থাৎ সেবা পদ্ধতি সহজীকরণের আওতায় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাধারণ চিকিৎসা অনুদানের ফরম সহজ করে এবং আবেদনের সঙ্গে দাখিলকৃত কাগজপত্র কমিয়ে সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ করার বিষয়টি অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করা হয়। সহজীকরণকৃত ফরম সম্পর্কে সভায় আলোচনান্তে সেবা গ্রহণকারীদের সুবিধার্থে ফরমটি অনুমোদন করা এবং সরকারি গেজেটে প্রকাশের জন্য সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন দেয়া হয়**(সংলাগ-ঙ)**।

(২) কল্যাণ তহবিল থেকে প্রদেয় সাধারণ চিকিৎসা অনুদান মঞ্জুরির জন্য ৪০ হাজার টাকার নিম্নে এবং ৪০ হাজার টাকার উর্ধ্বে চিকিৎসা ব্যয়ের বিপরীতে মঞ্জুরি অনুদান প্রদানের জন্য দু'ধরনের পদ্ধতি বর্তমানে চালু আছে। ৪০ হাজার টাকার নিম্নে ও উর্ধ্বের চিকিৎসা ব্যয়ের বিপরীতে মঞ্জুরি অনুদান প্রদানের বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্তে নিম্নরূপ স্লাব অনুযায়ী চিকিৎসা মঞ্জুরি প্রদানের অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং একই সাথে কেন্দ্রীয় উপকমিটির (মঞ্জুরি প্রদানের সর্বোচ্চ সীমা ২০,০০০/- টাকা) এবং বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির (মঞ্জুরি প্রদানের সর্বোচ্চ সীমা ১০,০০০/- টাকা) অনুদান মঞ্জুরের ক্ষমতার সমতা আনার প্রস্তাব করা হয়। চিকিৎসা অনুদানের প্রস্তাবিত স্লাব সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়। খরচের ভিত্তিতে এক পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত স্লাব অনুযায়ী কেন্দ্রীয় এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের উপকমিটির মাধ্যমে মঞ্জুরি প্রদান করা যেতে পারে।

কল্যাণ তহবিল থেকে কেন্দ্রীয় উপকমিটি ও বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির চিকিৎসা অনুদান মঞ্জুরির প্রস্তাবিত হার:

ক্রমিক নং	চিকিৎসা ব্যয়ের পরিমাণ		অনুদানের পরিমাণ	মন্তব্য
	হতে	পর্যন্ত		
১.		১৫,০০০	৫,০০০	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৫(১)(ক)(৩) বিধি অনুযায়ী বর্তমানে প্রদেয়
২.	১৬,০০০	২০,০০০	৬,০০০	
৩.	২১,০০০	২৫,০০০	৭,০০০	
৪.	২৬,০০০	৩০,০০০	৮,০০০	
৫.	৩১,০০০	৩৫,০০০	৯,০০০	
৬.	৩৬,০০০	৪০,০০০	১০,০০০	
৭.	৪১,০০০	৪৬,০০০	১১,০০০	
৮.	৪৭,০০০	৫৪,০০০	১২,০০০	
৯.	৫৫,০০০	৬১,০০০	১৩,০০০	
১০.	৬২,০০০	৬৯,০০০	১৪,০০০	
১১.	৭০,০০০	৭৭,০০০	১৫,০০০	
১২.	৭৮,০০০	৮৫,০০০	১৬,০০০	
১৩.	৮৬,০০০	৯৩,০০০	১৭,০০০	
১৪.	৯৪,০০০	১০০,০০০	১৮,০০০	
১৫.	১০১,০০০	১,০৭,০০০	১৯,০০০	
১৬.	১০৮,০০০	১,১৫,০০০ এবং তদূর্ধ্ব	২০,০০০	
১৭.	১,১৬,০০০	১,২৪,০০০	২১,০০০	বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড (তহবিলসমূহ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিধিমালা, ২০০৬ এর ১৫(১)(ক)(৩) বিধির প্রস্তাবিত সংশোধনী কার্যকর হওয়ার পর বলবৎ হবে
১৮.	১,২৫,০০০	১,৩০,০০০	২২,০০০	
১৯.	১,৩১,০০০	১,৩৫,০০০	২৩,০০০	
২০.	১,৩৬,০০০	১,৪০,০০০	২৪,০০০	
২১.	১,৪১,০০০	১,৪৫,০০০	২৫,০০০	
২২.	১,৪৬,০০০	১,৫০,০০০	২৬,০০০	
২৩.	১,৫১,০০০	১,৫৫,০০০	২৭,০০০	
২৪.	১,৫৬,০০০	১,৬০,০০০	২৮,০০০	
২৫.	১,৬১,০০০	১,৬৫,০০০	২৯,০০০	
২৬.	১,৬৬,০০০	১,৭০,০০০	৩০,০০০	
২৭.	১,৭১,০০০	১,৭৫,০০০	৩১,০০০	
২৮.	১,৭৬,০০০	১,৮০,০০০	৩২,০০০	
২৯.	১,৮১,০০০	১,৮৫,০০০	৩৩,০০০	
৩০.	১,৮৬,০০০	তদূর্ধ্ব	৩৪,০০০	

সিদ্ধান্ত: **(১) চিকিৎসা অনুদানের সহজীকরণকৃত ফরম অনুমোদন করে তা সরকারি গেজেটে প্রকাশের অনুমতি প্রদান করা হয়।**

(২) কল্যাণ তহবিল থেকে প্রদেয় সাধারণ চিকিৎসা অনুদান মঞ্জুরের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও বিভাগীয় আঞ্চলিক কমিটির ক্ষমতার সমতা এনে করে প্রস্তাবিত স্লাব অনুযায়ী সাধারণ চিকিৎসা অনুদান প্রদানের বিষয়টি অনুমোদন করা হয়। জানুয়ারী, ২০১৬ মাস থেকে নতুন স্লাব কার্যকর হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী)
সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।